33866 - মৃতব্যক্তির জন্য অশ্রু ঝরিয়ে কাঁদলে কি মৃতব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়?

প্রশ্ন

মৃতব্যক্তির জন্য অশ্রু ঝরিয়ে কাঁদলে কি মৃতব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়? এমনকি সেটা যদি দীর্ঘদিন পরে হয় তবুও?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একাধিক হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মৃতব্যক্তির পরিবারের কান্নার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হয়। এ হাদিসগুলোর মধ্যে রয়েছে সহিহ মুসলিম সংকলিত (৯২৭) ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদিস; তিনি বর্ণনা করেন যে, হাফসা (রাঃ) উমর (রাঃ) এর জন্য কাঁদছিলেন। তখন উমর (রাঃ) বলেন:ওরে বেটি থাম! তুমি কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় পরিবারের কান্নাকাটির কারণে মৃতব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়"।

তবে একাধিক ঘটনায় সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃতব্যক্তির জন্য কেঁদেছেন। যেমন: তাঁর ছেলে ইব্রাহিমের মৃত্যুর সময়; যা সহিহ বুখারী (২/১০৫) ও সহিহ মুসলিম (৭/৭৬)-এ আনাস (রাঃ) এর হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে তাঁর এক মেয়েকে দাফন করার সময় তিনি কেঁদেছেন; যেমনটি সহিহ বুখারীতে আনাস (রাঃ)-এর হাদিসে এসেছে।

অনুরূপভাবে তাঁর কোন এক নাতীর মৃত্যুতেও তিনি কেঁদেছেন; যেমন সহিহ বুখারী (১২৮৪) ও সহিহ মুসলিম (৯২৩)-এ সংকলিত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে।

যদি জিজ্ঞেস করা হয়: আমরা কিভাবে এ হাদিসগুলোর মাঝে সমন্বয় করব? যে হাদিসগুলো মৃতব্যক্তির জন্য কাঁদতে বারণ করে; আবার অন্য হাদিসগুলো সেটার অনুমতি দেয়?

জবাব:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই সেটা ব্যাখ্যা করেছেন; যা সহিহ বুখারী (৭৩৭৭) ও সহিহ মুসলিম (৯২৩)-এর হাদিসে এসেছে যে, উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জনকে মেয়ের ঘরের নাতির মৃত্যুতে কাঁদছিলেন। তখন সাদ বিন উবাদা (রাঃ) বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এটি কী? তখন তিনি বললেন: এটি রহমত; যা আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বান্দার অন্তরে স্থাপন করেছেন। আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল দয়াশীলদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করেন।"

নববী বলনে:

এ হাদসিরে মর্ম হলো: সাদ (রাঃ) ধারণা করছেলিনে য, সব ধরণরে কান্নাই হারাম এবং চোখে পানি আসা হারাম এবং ধারণা করছেলিনে য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ভুলে গছেনে; তাই তনিি তার কাছে সটো উল্লখে করছেনে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জানয়িছেনে য, নছিক কান্না ও চোখে পানি আসা হারাম নয়; মাকরুহও নয়। বরঞ্চ সটো রিহমত ও মর্যাদা। হারাম হলো: খদেোক্তি ও বলিাপ; এবং এ দুটো মশ্রিতি কান্না কংিবা এর কোন একটি মশ্রিতি কান্না। যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: 'নশ্চিয় আল্লাহ্ চোখরে পানি ও মন ভারাক্রান্ত হওয়ার কারণে শাস্তি দনে না। কন্তিু তনিি এইটরি কারণে শাস্তি দনে কংিবা দয়া করনে। তনিি হাত দয়িে জহি্বার দকিে ইশারা করনে।'[সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা 'আল-ফাতাওয়া' গ্রন্থে (২৪/৩৮০) মৃতব্যক্তরি জন্য মা ও ভাইদরে কান্নাতে কি কোন আপত্তি আছে কি না এ সম্পর্কে জজ্ঞিাসতি হলে তনিি বলনে: "চোখরে পানি ও মন ভারাক্রান্ত হওয়াতে কোন গুনাহ নইে। কন্তিু খদেোক্তি ও বলিাপ হলো নষিদ্ধি।"[সমাপ্ত]

মৃতব্যক্তরি জন্য কাঁদা; এমনকি সটো দীর্ঘদনি পরে হলওে এতে কোন গুনাহ নইে। তবে শর্ত হলো এর সাথে যনে খদেোক্তি, বলিাপ ও আল্লাহ্র তাকদীররে প্রতি অসন্তুষ্টি না থাকে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে য, তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মায়রে কবর যয়িারত করে কঁদেছেনে এবং তাঁর চারপাশে যারা ছলি তাদরে সবাইকে কাঁদয়িছেনে। এরপর তনিি বলনে: আমি আমার প্রভুর কাছে মায়রে জন্য ক্ষমা প্রার্থনার করার অনুমতি চয়েছেি। কন্তিু তনিি আমাকে অনুমতি দনেনি। তখন আমি তাঁর কাছে মায়রে কবর যয়িারত করার অনুমতি চয়েছেি। তনিি আমাকে এটার অনুমতি দয়িছেনে। আপনারা কবরগুলো যয়িারত করুন। কারণ কবর যয়িারত মৃত্যুর কথা স্মরণ করয়িে দয়ে।[সহহি মুসলমি (৯৭৬)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।